দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 AUG 1987
পৃষ্ঠা 8 কলাম 5

68

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শিক্ষা বিভাগের কাজকর্ম ও সিদ্ধান্ত

শিক্ষা বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের অবহেলা, খামখেয়ালি কিংবা হঠকারিতার কারণে বাংলাদেশী ছাত্রসমাজ যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার হিসাব কে রাখে? অতি সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বৃত্তি প্রদানের সংবাদ খোদ মেডিক্যাল কলেজে (চট্টগ্রাম) পৌঁছার নির্ধারিত সময়ের মাত্র দু'দিন বাকী থাকতে। বিভিন্ন উপজেলায় কিংবা দূরবর্তী জেলা সদরে এ সংবাদ যখন সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌছবে তখন দরখাস্ত জমা দেয়ার সময়সীমা তো পেরিয়ে যাবেই নির্বাচিতদের বিদেশযাত্রাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যাঁরা এসব সংবাদ প্রচারের দায়িত্বে থাকেন তাঁরা বোধগম্য কারণেই অর্থাৎ তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যই একেবারে শেষ মুহূর্তে এগুলি প্রচার করেন যাতে খুব স্বল্প সংখ্যকই এগুলির সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

অতীতে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, সেসন রেগুলারাইজ করার নামে যাকে অনায়াসে হঠকারী আখ্যায়িত করা যায়। ১৯৭৬ সনে যারা এইচ এসসি পাস করে তাদের এক বছর বসিয়ে রেখে '৭৭ সালে পাস করাদের সঙ্গে একত্রে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয় অথচ পূর্ববর্তীদের এ জন্য পরবর্তী সময়ে কোন ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। চাকরি কিংবা বি এসসি পরীক্ষায় তাদের বয়সসীমা এক বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়নি। তাদের শিক্ষাজীবন থেকে যে একটা মূল্যবান বছর কেড়ে নেয়া হল তার জন্য কি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা কোন ভাবেই দায়ী নয়? আর যে সেসন রেগুলারাইজ করার নামে এ অযৌক্তিক কাজ করা হলো বর্তমানে তার কি অবস্থা। ১৯৮৬ সালে যারা এইচএসসি পাস করেছে তাদের পরবর্তী ক্লাশ এখনো শুরু হয়নি।

এদিকে ১৯৮৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। কি বিচিত্র নিয়মকানুন আমাদের এইদেশে।

সাইফুল আলম,
সদর হাসপাতাল, খাগড়াছড়ি।